লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন

আলপনা ঘোষ

চারজনই গিয়েছিল সেই মস্ত বড়ো পার্কে। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে যেমনটি যায়। রাস্তাটাও চমৎকার চৈত্রের বাতাস কেটে ছোটা নতুন বাইক যেন পালে হাওয়া লাগা তরণী, গায়ে লম্বা লাল-সাদা জ্যামিতিক নকশা। চারজনের মাথায় হেলমেট, চোখে রোদচশমা। ফুল প্রোটেকশান যাকে বলে!

এ রাস্তায় প্রাইভেট কার, ওলা-উবের অটো (অনিয়মিত, ভাড়ায়), বড়ো বাস আর দ্বিচক্রযান। জ্যামজট নেই, তবে স্পিড আছে। এমন রাস্তায় চালকের হাত নিশপিশ করবেই।

সম্বিতও গতির নেশায় ছোটে। কিন্তু আজ বাচ্চা নিয়ে রণিতার ভয়ে অতটা স্পিড তোলে না। তবু সাঁ সাঁ করে পেছন থেকে আসা গাড়ি কিংবা দুজনে-কূজনের বাইকগুলো যখন একের পর এক ওকে ওভারটেক করে, সাত বছরের পুপে, চার বছরের পাপানও যখন চ্যাঁচায়, 'ড্যাডি মোর স্পিড...' বলে আর তাদের চিৎকার ওভারটেক করে রণিতার গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ, 'নো, নো মোর স্পিড—' সুতরাং বেশ ভালোভাবেই মানে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটিয়েই বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সম্বিত পৌঁছে গেল সেই মস্ত বড়ো দূষণহীন পার্কে। ওর মনে হল ওলাতে এলেই হত।

ওরা কেউই লক্ষ করেনি দূরে, অনেক দূরে ঈশান কোণে ছোট্ট একটি মেঘ ক্রমে দানা বাঁধছে।

পাপান ততক্ষণে মায়ের হাত ছেড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

পুপে গেল না। তার নাকি ভয় করছে।

'আহা থাক না, ও যখন ভয় পাচ্ছে—' সম্বিত বলল। রণিতা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোমার জন্যই পুপেটা এত ভীতু, আনস্মার্ট হচ্ছে।'

এসব অভিযোগের উত্তর দিতে নেই। সম্বিতও দিল না।

'ড্যাডি দোলনা চাপব।' দোলনায় দুলতে মেয়েটা ভালোবাসে। পুপেকে দোলনায় বসিয়ে সম্বিত একটু তফাতে একটা নির্জন বেঞ্চে বসে হোয়াট্‌সঅ্যাপ খুলল।

দুই

একটা হাওয়া দিচ্ছিল। মোবাইল থেকে মুখ তুললে সে দেখতে পেত ওপরের আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। পার্কে আলো যথেষ্ট। 'ড্যাডি?' পুপে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে।

'হুঁম্‌ম্‌।' মোবাইলে চোখ রেখেই ড্যাডি বলে।

'ড্যাডি? ভয় কচ্ছে!'

এবার মেয়ের ঝাঁকুনিতে বাবার মোবাইল মগ্নতা ভাঙল। আকাশের দিকে তাকাতে হল না সম্বিত মেয়েকে কাঁধে ফেলে দৌড়োল রাইডের দিকে।

তিন

যদিও পাপান আইসিইউ-তে, আজও ভেন্টিলেশনে, দুর্ঘটনার দশ দিন পরেও, এই খবরটা এখনও পর্যন্ত খবরের কাগজের প্রথম পাতায়, প্রধান খবর হয়ে উঠেছে। টিভি-র অনেকগুলো চ্যানেলেও বাবা-মায়েদের ইন্টারভিউ দেখানো হচ্ছে।

এখন পাপান সম্বিত-রণিতার দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার চাইতে সংবাদ-মাধ্যমের প্রধান খবর হয়ে গেছে। ডাক্তার-নার্সরাও একদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। খবর তৈরি করার প্রক্রিয়ায় তাঁরা অত্যাবশ্যক অংশীদার। তবে এখনকার তুখোড় সাংবাদিকরা ভালো কাহিনি ফাঁদতে পারেন। শুকনো রিপোর্টিং থেকে সাংবাদিকতা বিষয়টি অন্য অনেক কিছুর মতোই পরিবর্তিত হয়ে এখন প্রায় সাহিত্য হয়ে উঠেছে। খানিকটা উল বোনার মতো— নিটিং দ্য স্টোরি। তাছাড়া সংবাদ এখন দৃশ্য ও শ্রাব্য। তাতে গল্পটা বাস্তবের চাইতেও আরও বাস্তব হয়ে ওঠে। আর এইসব ঘটনা বা দুর্ঘটনা খবর হয়ে ওঠে— পরে ক্রমে নেতিয়ে যায়, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে সরে যায় অন্য পৃষ্ঠায়। শেষে মিলিয়ে প্রায় যতক্ষণ না মুচমুচে, তাজা, হাতে গরম আরেকটা চাঞ্চল্যকর পরিবেশনযোগ্য খবর উঠে আসে।

কত অনাবশ্যক খবর জনতাকে ভুলিয়ে, আসল সংবাদ চেপে, প্রধান খবর হয়ে ওঠে। মড়া সংরক্ষণ— সে গল্পের শেষ হয় না। দিদি থেকে চলছে মা-এর মেগা সিরিয়াল। 'নীরব বৃত্তান্ত' চাপা পড়েছে সল্লুর হরিণ শিকার, বিচার জেল-জামিন প্রহসনের নীচে। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের পদযাত্রার সংবাদ চাপা পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর বৃক্ষাসনের অ্যানিমেশানের ছবির আড়ালে! তারই মাঝে গুঁজে দেওয়া পকসো মামলার অপরাধীদের বৃত্তান্ত, খুন, নারীধর্ষণের বীভৎস বিবরণ এবং কাগজে বা ফেসবুকে ভার্চুয়াল প্রতিবাদ। পাবলিক কী খায়, সে কি নিজেদের পছন্দে নাকি সেই পছন্দটা বানিয়ে তোলে সংবাদমাধ্যমগুলো? আবার রাজনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সংবাদের ধরন-ধারণ ও সীমানা। এইসব কাগুজে খবর থেকে আসল খবর খুঁজে নেওয়া যেন লোকায়ত দার্শনিকের খনন কার্য! সুতরাং সংবাদমাধ্যম যা বলে সেটাই বেদবাক্যসম সাধারণের মান্যতা পায়। অবশ্যই কিছু খুচরো প্রতিবাদ-সহ।

যাক্‌ এসব নিষ্ফল বাক্যবিন্যাস। আমরা এবার পাপানের খবরে যাই—

চার বছরের পাপান যখন সুস্থতায় ফিরে যাবার জন্য লড়াই করছে— বেসরকারি হাসপাতালের বিল বাড়িয়ে, অর্থের পরিবর্তে ডাক্তার-নার্স এবং দামি হাসপাতালের

সর্বাধুনিক পরিষেবা নিয়ে, তখন প্রকৃত সত্য সংবাদ সম্বিত-রণিতার দশ তলার ফ্ল্যাটের শোবার ঘরের বিছানাতেই বেশিরভাগ সময়।

সম্বিত ভিড়ের একপাশে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রণিতাকে দেখে আরও কয়েকজনের সঙ্গে নিজের সাধ্যের বাইরে দৌড়ে যাচ্ছে সেইদিকে, সেই এক জমাট ভিড়ের দিকে। প্রায় সবাই চিৎকার ও কান্নায়। সম্বিতও দৌড়োল। অ্যাক্সিডেন্ট! ঝড়ে রাইড উলটে— বাচ্চারা ছিটকে পড়েছে কঠিন সিমেন্টের ওপর!

তার পরের গল্প সংবাদ মাধ্যমের। পাপানকে নিয়ে গেল এক বেসরকারি দামি হাসপাতালের আইসিইউ-তে। সব বাচ্চাকেই ওই হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বড়োজোর কাচের জানলায় উঁকিঝুঁকি আর সাদা অ্যাপ্রন পরা, গলায় স্টেথো কাউকে দেখলে যেন দেবদর্শন। ভয়ে ভয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করা ছাড়া উপায় নেই।

সম্বিত সেদিন রাতেই প্রথম দেখে পুপের ফ্যালফেলে দৃষ্টি আর অভিব্যক্তিহীন মুখ। প্রায় সাদা। বিবর্ণ। যেন সে যেখানে আছে সেখানে নেই। সম্বিত, উঁকিঝুঁকি-মারা উদ্বিগ্ন রণিতা, তার বউয়ের কাঁধে টোকা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'রণি লুক অ্যাট হার— পুরো কীরকম হয়ে আছে!' রণিতা একঝলক দেখল মেয়েকে— 'ও ভয় পেয়েছে সমু। তুমি ওর কাছে যাও।' বলে রুমালে কান্না মুছে নেয়। কিন্তু ভয় আর উৎকণ্ঠা মুখেই লেগে থাকে।

ইতোমধ্যে অনেকেরই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজনরা এসে গেছেন। রণিতার একমাত্র ননদ বুচাই এগিয়ে এসে পুপেকে জড়িয়ে ধরল। বুচাই দাঁতের ডাক্তার। ওর বর সোমনাথও তাই। আজকাল খ্যাদ্যাভ্যাস বদলে যাওয়াতে দাঁতের সমস্যাও বেড়ে গেছে। ওদের ব্যস্ততাও তাই বেড়ে গেছে। দাঁত এখন আর কেউ ফটাফট তোলে না। চমৎকার হাসিও লোকে ধরে রাখতে চায়। যেমন টেকো মাথায় কেশ-রোপণ ও তা যতনে রাখতে চায় মানুষ, সেরকম দাঁতও যতনে রাখে লোকে! বয়স বেড়ে যায় বয়সের নিয়মে কিন্তু যৌবন যেভাবেই হোক থেকে যায়। সোমনাথও এসেছে।

বুচাই পুপেকে বলে, 'চলো আমরা বাড়ি যাই। ভাই ভালো হয়ে যাবে।' তারপর গলা তুলে বলে, 'সমু, রণি, আমি ওকে নিয়ে যাই আমার ওখানে। এখানে শুধু শুধু ভয় পাবে, তাছাড়া রাতও হয়েছে।'

রণিতা বা সম্বিত কিছু বলবার আগেই পুপে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল আর দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে ক্রমাগত 'না না' বলতে লাগল এক অদ্ভুত শব্দহীনতায়। তার চোখে মুখে আতঙ্ক। সম্বিত কাঁপা গলায় বলল, 'প্লিজ রণি, তুমি ওকে নিয়ে বাড়ি যাও।' রণিতার, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে আবার বলল, 'কাম অন রণি, এত নার্ভাস হচ্ছ কেন? আওয়ার বেবি উইল বি ওকে। আমি তো আছি। এত ডাক্তার! আরও তো বাচ্চারা আছে এখানে।'

'আর একজনও আইসিইউতে নেই।'

'ছিঃ!' কাঁপা গলায় বলে ওঠে সম্বিত।

'এদের ফাঁসি দেওয়া উচিত!'

ভিড়ের মধ্যে কার কান্নাভেজা ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যায়।

সম্বিত ভাবে কাকে ফাঁসি দেবেন? পার্কের লোকটা, না গভ্‌মেন্ট না পেরেন্টদের যারা আকাশে মেঘ দেখেও বাচ্চাদের বেলুনে চড়ায়?

'আপনারা এখানে গোলমাল করবেন না প্লিজ, আমাদের কাজের অসুবিধে হচ্ছে। আপনারা শান্ত হয়ে বাইরে বসুন। ওয়েট করুন। আমরা এমারজেন্সি বেসিসে কাজ করছি— প্লিজ কো-অপারেট।'

একজন তরুণ সাদা অ্যাপ্রন, স্টেথো গলায় শান্তভাবে, হাতজোড় করে কথাগুলো বলতেই সবাই নীরবে বেরিয়ে এল।

রণিতা পুপেকে জড়িয়ে সোফায় বসে। সম্বিত এবং অনেকেই মোবাইলে নীরববার্তা বিনিময়ে ব্যস্ত। বাইরে ঝড় থেমেছে। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। পুপের ছোট্ট শরীরটা রণিতার হাতের বেষ্টনীর ভেতরে কাঁপছে। তার শরীরটা ঠান্ডা। মুখ সাদা। ফ্যাকাশে। সে শ্যামলা, ভাইয়ের মতো টুকটুকে ফর্সা নয়।

'একটা ওলা ডাকো।' নিচু স্বরে বলে রণিতা।

রণিতার বোন বিনীতা এগিয়ে এসে বলল, 'দিদি পুপেকে নিয়ে চল্ আমরা বাড়ি যাই। আমি রাতটা থেকে যাব। বিট্টু বরং সমুদার সঙ্গে পরে ফিরবে। এখুনি কিছু ডিসাইড করা সম্ভব নয়। ওদের থাকতেই হবে। বিট্টুকে বলি কিছু খেয়ে নিক সমুদাকে নিয়ে।' বিট্টু বিনীতার বর।

বিনু এসে গেছে! রণিতা চেপে রাখা দম আটকানো শ্বাসটা ছেড়ে বুক খালি করে দিয়ে একটা আপাত স্বস্তির লম্বা শ্বাস নিল।

বিনুর ওপর নির্ভর করা যায়। ঘোর বিপদেও তার মাথা ঠান্ডা থাকে।

কোনোরকমে পুপেকে একগ্লাস হট ড্রিঙ্কস খাইয়ে, নিজেরাও কিছু খেয়ে ওর দু-পাশে শুয়ে পড়ল রণিতা বিনীতা।

রণিতার ঘুম আসে না সারারাত। বিনীতা ঘুমিয়ে। বলেছিল, 'কিছু করতে গেলে, নিজের শরীরটা ঠিক রাখতে হবে। নইলে তোকে নিয়েই আবার...' বলে কেমন একটা বাধাহীন মসৃণ ঘুম লাগাল সকাল ছ-টা পর্যন্ত। আর সে ঘুম সারারাত জেগে দেখল রণিতা। ঈর্ষাহীন ভাবে।

সেই থেকে নার্সিং হোম সদৃশ বিশাল হাসপাতালে যাওয়া আসা চলছে। এদিকে পুপে যেন কথা বলতেই ভুলে গেছে। তবে সন্ধ্যামাসির কাছে চান খাওয়া করে নেয় নীরবে।

সন্ধ্যা এদের এখানে পুপের পাঁচ মাস বয়স থেকে। সেও কেমন ভয়ে ভয়ে বলে রণিতাকে— 'দ্যাকো আগে পুপে দিদি চান করতে কত লাফালাফি করত, এখন চুপ করে চান করে নেয়। খেতেও কত হুজ্জোত করত, টেবিলে বসতই না। এঘর-ওঘর, বারান্দায় দৌড়ে বেড়াত। কাটুন দেখালে তবু একটু বসত— তাও সোফার মাথায়। একন দোলায় চাপে না, লাফাং দড়ি তো ছুঁয়েই দ্যাকে না। ছবি আঁকে না। বইগুলো শুধু নাড়াচাড়া করে। কী হল দিদির? ইশকুলেও যাওয়া বন্ধ। বউদি ওকে ডাক্তার দ্যাকাও। আমার তো ভালো ঠেকচে না।'

তাই দেখানো হল, দাঁতের ডাক্তার ননদ ও ননদাই-এর চেনা সাইকিয়াট্রিস্ট।

'প্রচণ্ড শকে এরকম হয়।' এ ডাক্তার সম্মোহনপন্থী। রোগীকে কথা বলান। মুশকিল হল রোগী তো একেবারে কথাই বলে না। সম্মোহন করলেও না। তখন কেমন গোঙায়। এভাবে চিকিৎসা হয় না। তবু দুটো ওষুধ দিলেন। এখন অপেক্ষা। আর অপেক্ষা। আর অপেক্ষা।

অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। চার বছরের পাপানকে এর মধ্যে ডাক্তাররা একবার আইসিইউ থেকে বের করেছিলেন, ভেন্টিলেশন থেকেও— কিন্তু হল না। এই পৃথিবীর বাতাস থেকে শ্বাস নেবার মতো অক্সিজেন পাচ্ছে না চার বছরের পাপানের ছোট্ট ফুসফুস। রণিতা, সম্বিত আর সবাই পালা করে হাজিরা দেয় হাসপাতালে। মনে আশঙ্কা সবারই তবু মুখে এ-ওকে সান্ত্বনা দেয়।

রণিতা একদিন মেয়েকে বিনীতার কাছে রেখে চারটের সময় এল। সে সকালেও আসে। কোনোদিন এগারোটাতেও।

সম্বিত এল খানিক পরে। রণিতার ফ্যাকাশে, প্রসাধনহীন মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ক্কী হয়েছে রণি? পুপেকে কার কাছে রেখে এসেছ?'

'বিনুর কাছে।' বলে রণিতা ঘন হয়ে আসে সম্বিতের পাশে। প্রায় ভাঙা ও কান্না কান্না গলায় জানায় যে তাদের সাত বছরের মেয়ে ঋতুমতী হয়েছে।

'ওতো হিসুর জায়গা আর ভ্যাজাইনা আলাদা করে চেনে না! ভেবেছে হিসুর ওখান থেকেই ব্লাড বেরোচ্ছে। কিন্তু ও রাইডে ওঠেনি। এটাও কি ট্রমা? বিনু তাই বলছে। খুব শোক পেলে নাকি নানারকম সেক্সুয়াল ডিসর্ডার ঘটে। মেয়েদের আর্লি মেনোপজ! ইরেকশন হয় না পুরুষদের। বুঝি না এসব। একেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে মেয়েটা—।' রণিতার গাল বেয়ে অশ্রু গড়ায়। সম্বিত ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমিও তো ভয় পেয়েছ রণি। এখানে এসব কথা বলে নাকি কেউ?'

রণিতা লজ্জা পায় না। বলেই যায় তার সহসা বলার ভৌতিক স্বরে। বলে, 'ভয় নয়গো, আতঙ্ক! কোনো গাইনিকে দেখাবে?'

'দেখি।' সম্বিত বলে। আবার একথাও বলে, 'বুচাই বলল পাপানকে সুস্থ দেখলে ও ঠিক হয়ে যাবে।'

'বুচাই তো দাঁতের ডাক্তার! মনের ডাক্তার হল আবার কবে থেকে?' ভেবেও রণিতা বলেই যায়, 'ওকে কী করে এসব বোঝাব? কী করে শেখাব প্যাড পরা? ভাবতেই আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে! ওফ্ ভগবান!'

সম্বিত কথাটা ঘোরাবার আগে একটু সান্ত্বনার ছলেই বলে, 'জিম করবেট একবার একটা ম্যান-ইটার মেরে শকে বোবা হয়ে যাওয়া এক মহিলার মুখে কথা ফুটিয়েছিলেন।' আরও কীসব যেন বলতে যাচ্ছিল। রণিতা ওকে একটি শব্দে উদাসীনতা ও বিরক্তি প্রকাশে থামিয়ে দেয়—

'পড়েছি।'

'হ্যাঁ, পড়েছ নিশ্চয়ই। ওহো আজকেও পাপানকে আইসিইউ থেকে বের করার চেষ্টা করেছিলেন ওনারা।'

'তো কী হল? বেড়ে দিয়েছে? এতক্ষণ বলোনি কেন? কই চলো?'

রণিতা এত টিপটপ থাকে যে, পার্লার বিনা তার সজ্জাই হয় না— আজ ক-দিন বোধহয় ভালো করে চানই করেনি। চুলে কোনোমতে চিরুণি চালিয়ে, একটা এলোখোঁপা করে প্রসাধনহীন উদ্বিগ্নমুখে সম্বিতের হাতে ঝাঁকুনি দেয়। সম্বিত ওর পারফিউমহীন শরীরের অরিজিনাল গন্ধ পায় আজ কতদিন পরে! কেমন করুণা হয় সম্বিতের। অবশ্য সেও ফগবিলাসী।

আজ ঠিক একুশ দিন জানলা দিয়ে ভেন্টিলেশনে থাকা বুকে মাথায় ব্যান্ডেজ, এক হাতে আর দু-পায়ে প্লাস্টার লাগানো নাকে নল আর হাতে চ্যানেল-এর আশেপাশে কালশিটে পড়া, প্রতি মুহূর্তে কোমায় চলে যাবার আশঙ্কা নিয়ে এই দম্পতি তাদের চার বছরের ছেলেকে দেখে। রোজ এই বাবা মা দু-বেলা তাদের শিশুটিকে দেখে। অন্যদের আসা কমে গেছে। মোবাইলে খবর নেয় অনেকে। তাদের কারও কারও বাচ্চা হাসপাতাল থেকে বাড়ি গেছে। শুধু চার বছরের পাপান এখনও কাগজের খবর। তবে একটু ভেতরের দিকে, মাঝের পৃষ্ঠায়।

সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ এভাবেই পালটে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রণিতার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এ সি-র শীতলতার মধ্যেই। কলকাতার বাতাসে কি অক্সিজেন কমে যাচ্ছে? রাস্তায় নাকে অক্সিজেন নাকি কীসের মাস্কপরা লোকজন দেখা যায় আজকাল, রণিতার মনে হয় ভবিষ্যতে রাস্তাঘাটে মাস্ক ছাড়া মানুষজন দেখা যাবে না। আগেকার দিনে মায়েরা কি সানস্ক্রিন মাখতেন? কী নাকি ওজোনস্তর ফুটো হয়ে গেছে!

কিন্তু পাপানকে কবে বাড়ি নিয়ে যেতে দেবে হাসপাতাল?

দৌড়োদৌড়ি করে দিন কেটে যায়। একদিন রণিতা যেতে পারেনি সেদিন, পুপের পেট খারাপ, বমি করছিল, রণিতা ওকে সন্ধ্যার কাছে রেখে যেতে ভরসা পায়নি— সেদিন বিনীতা গিয়েছিল— পাপানকে দিন দুই পরে ছেড়ে দেবে এই ব্যক্তিগত খুশির খবর নিয়ে সম্বিতের সঙ্গে হইহই করে ফিরে এল।

ওরা দুজনেই বলল যে ট্রেইনড নার্স রাখতে হবে। 'ওসব আয়া-ফায়ার দ্বারা হবে না।' সম্বিত বলে।

'কেন আমিই ওকে দেখব।' রণিতার উত্তর। 'ওসব সিনেমায় হয়। নায়িকা নায়ককে বা নায়ক নায়িকাকে ম্যাজিকের মতো সারিয়ে তোলে। স্মৃতিলোপ হলেও ফিরিয়ে আনে। ডাক্তার নায়ক নিজের বউকে অপারেশন করে অ্যান্ড সো অন।' সম্বিত কথা শেষ করতে না করতেই বিনীতা যোগ করে— 'নারে, শুধু স্নেহ ভালোবাসা নয় কাজটা প্রফেশনালদের মতো জানতে হয়।'

তারপর সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বলে রণিতাকে চুপসে দেয়। কী নাকি তার অফিসের অমুকবাবু নিজের হাতে বউয়ের সেবা করতে গিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বিপত্নীক হলেন!

'ভাব ওরকম একটা শ্বাসকষ্টের রোগীকে বাড়ির গাড়িতে নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ভালো হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকে। ভদ্রলোক নেবুলাইজারও চেনেন না। ওদের পরিবারের সবাই শিক্ষিত। এই শিক্ষিত অজ্ঞতা ক্ষমা করা যায়? ভাগ্যিস ওঁর ছেলেপুলে নেই! বউয়ের শোকে তখন হার্টফেল করার দশা! নিরামিষ খান এখন!'

রণিতা ভয়ে বিহ্বল। 'না না পাপানের জন্য নার্স রাখব।' যদিও সে নেবুলাইজার আর অক্সিজেন দেওয়ার পার্থক্য বোঝে, তার প্রাক্তন প্রেমিকের অ্যাজমা ছিল। তারই ঘরে ওই যন্ত্রটা ছিল। একদিন সেটার প্রয়োগও দেখেছিল। তখনই পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেয় তার চাইতে তেরো বছরের বড়ো সেই ইতিহাসের অধ্যাপক প্রেমিক। বিবাহিত প্রেমিক!

সংগত কারণেই রণিতা সম্বিতকে বিয়ে করে। এবং বিয়ের পরে তার খাঁটি প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম ও তরঙ্গসম উত্তালতা! সম্বিত খুব কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ও পিতা। তার প্রেমের কোনো গোপন ইতিহাস নেই।

তারা সুখী দম্পতি! এই বজ্রপাতের আকস্মিকতাতেও!

হাসপাতালে আর এই দশতলার ফ্ল্যাটে কয়েক মাসে পাপান, ওইটুকু, শুয়ে শুয়েই সাড়ে চার বছর হয়ে গেল। এখন ও বাচ্চাদের ওয়াকার নিয়ে একটু একটু হাঁটে কাজল মাসির সঙ্গে টলমল করে। অর্থোপেডিক সার্জেন ডা. দত্ত মাসে একবার দেখে যান।

'ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে তবে স্লোলি। ঠিক হয়ে যাবে ডোন্ট ওরি ম্যাডাম।'

'ও তো তবু একটু একটু করে ভালো হচ্ছে, কিন্তু পুপে, কবে কথা বলবে! হ্যাঁগো বলো না?'

কিন্তু সম্বিতের কোনো উত্তর জানা নেই। আর কতদিন অফিস কামাই করবে সে? তাও প্রাইভেট সেক্টর নয় বলে রক্ষা! ওর সরকারি চাকরি। গেজেটেড অফিসার! উইদাউট পে হলে সে কাজে যোগ দেয়। এখন পেনডিং ওয়ার্কস সামলাতে তার রোজই বাড়ি ফিরতে দেরি হয়।

সম্বিতের পৈতৃক সম্পত্তির জোরে তার এই দশতলার রাজকীয় ফ্ল্যাট। পুব-দক্ষিণ খোলা ছোটো, বড়ো তিনখানা ঘর। ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম হল-সদৃশ। ব্যালকনিতে যাবার দেয়ালটা পুরো কাচের। পর্দা সরালে একটা কাঠের দোলনা।

সেদিন অফিস থেকে সম্বিত বেশ দেরি করে ফিরল। মিটিং ছিল মনে ছিল না। গাড়িটা জোর করে কিনিয়েছিল বিনীতাই। ও বাইকেই স্বচ্ছন্দ। তবু বউ-বাচ্চার জন্য গাড়ি। তবে ফ্ল্যাটের গ্যারেজের চাইতে সেটা গাড়ির হাসপাতালেই বেশি থাকে। ওটা বেচে দেওয়ার সময় নেই। বিক্রি করে তবে তো একটা নতুন কেনা!

সিঁড়ি দিয়ে উঠলে ফ্ল্যাটটা বাঁ-দিকে। লিফ্‌ট থেকে একটু এগিয়ে উলটো দিকে সোজাসুজি।

দরজা খুলে দিল রণিতাই। ওর দিকে না তাকিয়েই সম্বিত বলল, 'স্যরি, একটা মিটিং ছিল। পাপান হেঁটেছে? পুপেকে পরশু পাভলভে নিয়ে যাব। অ্যাপো করেছি।' বলে রণিতার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হয়েছে রণি? এরকম দ্যাখাচ্ছে কেন তোমাকে! এনিথিং রং?'

রণিতা ওর, হাত ধরে শান্ত গলায় বলল, 'এসো।' ওর হাত বরফের মতো ঠান্ডা। সম্বিত একটু কেঁপে উঠল সেই স্পর্শে। ও ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখল। খালি পায়ে রণিতার সঙ্গে বিছানায় মেয়ের ওপাশ ফেরা শরীরটা দেখল। শুনতে পেল পুপে কিছু একটা বলছে।

'ও কথা বলছে! বলছে! রণি!' রণিতাকে জড়িয়ে ধরে ও একটা চুমুই দিল গালে। 'কখন কথা বলল পুপে, অ্যাঁ? তোমার মানতের ফল রণি! থ্যাঙ্ক গড। দাঁড়াও, জাস্ট ফাইভ মিনিটস্। আমি চেঞ্জ করে আসি।' রণিতা কিছু বলার আগে সম্বিত প্রায় নাচতে নাচতে বাথরুমে ঢুকে গেল।

এখন রণিতা কী করে বলবে আজ বিকেলে মেয়েকে ওর পছন্দের সিডলেস প্রেপ্‌স আর আর দু-পিস কেক খাইয়ে ব্যালকনির দোলনায় বসিয়েছিল। পুপের পছন্দের খেলা। নিজেও পাশে বসে পা দিয়ে ঠেলে দোলনা দুলিয়ে দিতেই পুপে চিৎকার করে উঠে লাফ দিয়ে নেমে পড়তে যায়। রণিতা না ধরলে ও পড়েই যেত! তারপর তার মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায় ভাইয়ের ঘরে। কাজল না থাকলে ওয়াকার থেকে পাপানকে হয়তো ফেলেই দিত। সন্ধ্যা আর রণিতা ওকে ঘরে এনে শুইয়ে দেয়। বিছানায় শুইয়ে মা শোনে

মেয়ে একটা নার্সারি রাইম বলছে। একটা লাইনই বলছে। বারে বারে। লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন! মাম্মি! লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন... রণিতা ওর ঠোঁটের কাছে একবার ডান কান আনে— শোনে— মাম্মি লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন! আবার বাম কান পাতে মা— নাহ্ দুটো কানেই সেই একই শব্দগুঞ্জন— একই— লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন! মাম্মি।

রণিতার দু-কানে ক্রমে শব্দগুলোর ডেসিবেলের মাত্রা বাড়তে থাকে। গমগম করে ওঠে সারাঘরের বাতাস যা শব্দগুলোকে বহন করে। গতি দেয়। প্রতিধ্বনি দেয়। লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন... মাম্মি। ওই পড়ে গেল চিংড়িঘাটায়— লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং... ওই বিকট শব্দে পড়ে যাচ্ছে উড়াল পুল— বড়োবাজারে— গাড়ি থেঁতলে গেল আরোহীসমেত— কে একজন হয়তো-বা পথচারী— কোমর পর্যন্ত ধ্বংসের নীচে— সে বেরোতে পারছে না, তাকে বের করা যাচ্ছে না— তার কোথায় রক্তপাত কেউ জানে না— এমনকী সে নিজেও— তার কোন কোন হাড় গুঁড়িয়ে গেছে কেউ জানে না... সে নিজেও জানে না... তার রক্তমাখা পিপাসার্ত হাঁ-এর গর্তে জল দিচ্ছে ধ্বংসের বাইরে থাকা সহমানবরা। আশেপাশের বাড়িগুলো কাঁপছে... চিড় ধরছে দেয়ালে... এরপরে তিনশতকের পুরোনো নগরে কোনো কোনো উড়ালপুল আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়বে, এমনকী কুন্ডলিয়ার নির্মীয়মান আবাসনের মতো এই দশতলাও... লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন... মাম্মি...

'রণি? রণি?' বউয়ের কম্পিত পিঠে কম্পিত হাত রাখে সম্বিত। 'কী হয়েছে?'

রণিতার স্বর পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে... গলায়, জিভ আড়ষ্ট, মুখগহ্বর শুষ্ক, তা থেকে গুমরে উঠছে চাপা আর্তনাদ...

তবে কিছু বলবার আগে, সম্বিত বউকে একটু সরালে মায়ের শরীরের ওম থেকে বেরিয়ে আসা মেয়ের কথাই শুনতে পায় বাবা— বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে, বেশ তীক্ষ্ণ-তীব্র স্বরে— মাম্মি লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন...

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সন্ধ্যা আর পাপানের রাতের নার্স পাপিয়াও হতবাক হয়ে শোনে— লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন— মাম্মি লন্ডন ব্রিজ ইজ...

বাতাসবাহিত শব্দগুলি, এক ভয়ার্ত শিশুর উচ্চারিত শব্দগুলি তিনশো বছরের প্রাচীন এই নগরীকে ঢেকে দেয়; ঢেকে দিতে থাকে ধ্বংসস্তূপের নীচে, হয়তো-বা শহরের সর্পিল পাতালে...